তারিখ 08 SEP 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

163 দৈনিক খবর

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রবাজি বন্ধে অভিভাবক আন্দোলন চাই

—উপাচার্য মনিরুজ্জামান

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা সন্ত্রাস দমনে অভিভাবকদের আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে বলেছেন, অস্ত্রবাজি প্রতিরোধের দায়িত্ব উপাচার্যের একার নয়। সকলের আন্তরিকতাই নির্ভর করে সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি হবে না।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে জাতীয় অভিভাবক সমিতি আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও শান্তি শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অভিভাবক সমিতির সভাপতি ডাঃ এ এম এ জামান। বক্তৃতা করেন বিচারপতি কে এম সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এম এ মান্নান, জাতীয় অভিভাবক সামিতির সাধারণ সম্পাদক এ কে এম এমদাদুল হক, মোস্তফা সরওয়ার ও মোহাম্মদ মোহাইমেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, সন্ত্রাস হয় সংগোপনে রাতে, আর দোষ হয় উপাচার্যের। সেশন জটের সৃষ্টি হয়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে, সেটাও উপাচার্যের দোষ। কিন্তু সততা, শ্রম ও দক্ষতা ছাড়া উপাচার্য কিইবা দিতে পারে।

৪–এর পাতায় দেখুন

অভিভাবক আন্দোলন চাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় জেলখানা নয়। এর দরজা খোলা থাকবেই। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার মধ্যেই ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক ও দেশের মঙ্গল। আমরা কি সকলে ঐক্যমত হতে পারি না যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে–চলুক, সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা থাকুক। আর তা না হলে সামনে দুর্দিন রয়েছে।

উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, শিক্ষা ও অস্ত্র এক সাথে থাকে না। কিন্তু সেটা হচ্ছে কই। এ নিয়ে অভিভাবকদের সজাগ হতে হবে। সোচ্চার হতে হবে এই বলে 'আমরা সন্ত্রাস চাই না।' সেই সাথে মনকে পরিস্কার করতে হবে, আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে লেলিয়ে দিলে হবে না।

কে এম সোবহান বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু ও গণতান্ত্রিকারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। কেবল মাত্র ছাত্রদের মধ্যে নয়, সারা দেশেই কোন না কোনভাবে সন্ত্রাস টিকে রয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং টিকে থাকার জন্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় নিচ্ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে ছাত্ররা।

তিনি আরও বলেছেন, ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সংবিধান পরিবর্তন করে মৌলবাদীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়। সেই সাথে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী ও রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস করার মধ্য দিয়ে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে।

অধ্যাপক এম এ মান্নান বলেছেন, ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলো কিংবা একই সংগঠনে নিজেদের মধ্যে কলহের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হচ্ছে। এরা চিহ্নিত এবং সংখ্যায় অল্প হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ভূমিকা নিচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই এর জন্যে দায়ী। কর্তৃপক্ষও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি ও সরকার পর্দার আড়ালে থেকে ছাত্রদের বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারের নীল নকশানুযায়ী বাড়ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সেশন জটের। জটিলতায় ভুগছে ছাত্র–শিক্ষক ও অভিভাবকরা। সন্ত্রাস দমনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষায় সরকারকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও ভূমিকা রাখতে পারে।

এ কে এম এমদাদুল হক বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতি মুক্ত করার দাবী জানিয়ে বলেছেন, আমরা আর সন্ত্রাসের লাশ দেখতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস জাতীয় জীবনে অনিশ্চয়তা ডেকে এনেছে। কোন এক দুষ্টগ্রহ যেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসে করে জাতিকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী আমলাদের সন্তান বিদেশে পড়ছে। এ কারণেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

মোস্তফা সরওয়ার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনলেই মানুষ এখন আঁতকে উঠে। অবস্থা দেখে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা থাকছে তারা আলাদা জগতের মানুষ। অথচ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনসহ অনেক আন্দোলনের।

তিনি বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণেই অনেকে বিদেশে পড়ছে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এলে কেউই বিদেশে যাবে না, দেশেই পড়বে।

মোহাম্মদ মোহাইমেন বলেন, কেবলমাত্র ছাত্ররাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে।